শিক্ষকদের ভুলের দায় শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে

এম এইচ রবিন
১৩ জুন ২০২৪, ১২:০০ এএম

প্রতীকী ছবি

কথায় আছে, ‘কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ’। প্রচলিত এ প্রবাদটি এখন মিলে যাচ্ছে পাবলিক পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষার ক্ষেত্রে। পাবলিক পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ করেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আসে না কাক্সিক্ষত ফল। পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করে টাকা গচ্চা দিয়ে যাচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা আর ব্যবসা বাড়ছে শিক্ষা বোর্ডের।

এ বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১১ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২০ লাখ ১৩ হাজার ৫৯৭ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছে ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ জন। অর্থাৎ ৩ লাখ ৪১ হাজার ৪৪৪ জন ফেল করেছে। ফেল এবং পাস করা

শিক্ষার্থীরা ফল পরিবর্তন চেয়ে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছে ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫০টি ‘বিষয়ে’। প্রতি বিষয়ে আবেদনে শিক্ষা বোর্ড ফি নিয়েছে ১২৫ টাকা করে। এ হিসেবে ৪ কোটি ৯৬ লাখ ৩১ হাজার ২৫০ টাকা পুঁজি করেছে বোর্ডগুলো।

বোর্ড কর্মকর্তাদের ভাষ্য, সাধারণত দুধরনের শিক্ষার্থী ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করেছেন। অকৃতকার্য এবং কাক্সিক্ষত ফল না পাওয়া। এর মধ্যে গত কয়েক বছর পুনঃনিরীক্ষণে আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, আবেদনকারীদের মধ্যে অকৃতকার্যদের চেয়ে কৃর্তকায শিক্ষার্থীর সংখ্যাই

বেশি। এ ছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে, তারপরও আবেদন করছে এমন শিক্ষার্থীও রয়েছে। কারণ কোনো একটি বা দুটি বিষয়ে জিপিএ-৫ পায়নি সে বিষয়গুলোতে চ্যালেঞ্জ করছে অনেক শিক্ষার্থী।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করছে মঙ্গলবার। এতে ফল পরিবর্তন হয়েছে ৯ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর। তাদের মধ্যে ফেল থেকে পাস করেছে ৮৮৭ জন শিক্ষার্থী এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজারের বেশি। ফেল থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫ জন। এতে দেখা যায়, আবেদনের তুলনায় ফল পরিবর্তনের গড় খুব কম।

এসএসসি পরীক্ষা ফল প্রকাশের পর দিন থেকে দেশের সব শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের ফলে অসন্তুষ্টি থাকলে আবেদন করার সুযোগ দিয়ে থাকে। যা ‘ফল পুনঃমূল্যায়ন’, ‘পুনঃনিরীক্ষণ’, ‘পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জ’, রিস্ক্রুটিনি’ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

এ বিষয়ে অনেক অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফল পুনঃমূল্যায়ন কীÑ এই ধারণা নেই তাদের। অভিভাবকদের ধারণা বোর্ড কর্তৃপক্ষ খাতা পুনঃমূল্যায়ন করে। কিন্তু আসলে এই প্রক্রিয়ায় বোর্ড থেকে যা করা হয় তা হলো, নম্বর গণনা কিংবা কোথাও নম্বর প্রদানে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে কিনা সেসব বিষয় মিলিয়ে দেখা হয়। বিষয়টি জেনে তারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, সামান্য সংশোধনীতে কেন প্রতি বিষয়ে বোর্ড ১২৫ টাকা নেয়?

আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার আমাদের সময়কে বলেন, পুনঃনিরীক্ষণে মোট চারটি দিক দেখা হয়। এগুলো হলো উত্তরপত্রে সব প্রশ্নের সঠিকভাবে নম্বর দেওয়া হয়েছে কিনা, প্রাপ্ত নম্বরের গণনা ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা, প্রাপ্ত নম্বর ও এমআর শিটে উত্তোলনে ভুল হয়েছে কিনা এবং প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ওএমআর শিটে বৃত্ত ভরাট ঠিক আছে কিনা।

এসব কাজের সঙ্গে জড়িত থাকেন পরীক্ষকরা (শিক্ষক)। তাদের দায়িত্ব সূচারূপে হলে এসব ভুলভ্রান্ত হয় না। তাদের দায়িত্বহীনতার জন্যই উত্তরপত্রের ভুল হয়। পরবর্তী সময় পুনঃনিরীক্ষণের মাধ্যমে ত্রুটি চিহ্নিত করে পরীক্ষার ফল সংশোধন করে বোর্ড।

যাদের গাফিলতিতে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত, তাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তি? এ প্রসঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, দায়িত্ব গাফলতি প্রমাণ সাপেক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বোর্ডের আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অভিযুক্ত বেশির ভাগ পরীক্ষককে কালো তালিকাভুক্ত, কাউকে সারা জীবনের জন্য কোনো বোর্ডের পরীক্ষক হতে না পারার মতো শাস্তি দেওয়া হয়। আবেদন ফি নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষা বোর্ডগুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। নিজেদের আয় দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। বোর্ডের শীর্ষ কয়েকটি পদে নিয়োগ পান প্রেষণে। বাকিদের বেতন-ভাতার ব্যয় বোর্ড থেকেই নির্বাহ করতে হয়। এ জন্য বিশাল অংকের অর্থ আসে বোর্ডের সেবা খাতের ফি থেকেই।